127

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

একজন শিক্ষকের আবেদন ও সরকারের নিকট জিজ্ঞাসা

ফি-বছরই পবিত্র রমজান মাস এলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) শিক্ষকদের মাথায় বাজ পড়ে। আর প্রতিবছর পত্রিকায় তাদের আকুল আবেদন ছাপা হয় চিঠিপত্র কলামে। সেই একই অভিযোগ, একই ক্ষোভ। আর চিঠির বিষয়ও একটিই। ঈদের আগে যেন তারা সরকারের প্রতিশ্রুত অনুদানের টাকাটা হাতে পান। সরকার সময় বেঁধে দিয়েছেন যে, প্রতিমাসের বেতন তার পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখ শিক্ষকরা সরকারি তহবিল থেকে পাবেন। সরকার তাদের বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ দেন। বর্তমান অবস্থায় বেশির ভাগ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন প্রাপ্তির ভরসা হল সরকারি অনুদানের অর্থ। কিন্তু কদাচিৎ বেসরকারি স্কুল কলেজ মাদ্রাসার শিক্ষকরা সরকার থেকে প্রাপ্য বেতন নির্দিষ্ট সময়ে পান।

পত্রিকা অফিসে দুর্ভাগা শিক্ষকদের আকুল আবেদন জানিয়ে চিঠি আসে। সরকারের তরফ থেকে তার কোন প্রতিক্রিয়া জানার উপায় নেই। সরকার কার্যত নীরব থাকেন।

এবার একজন স্কুল শিক্ষক জানিয়েছেন যে, সরকার তাদের ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসের বেতন বাবদ অনুদানের টাকা ৮ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহের শেষ দিকে ঈদ হবে। সরকারি শিক্ষকরা ফেব্রুয়ারি মাসের বেতনের অর্ধেক টাকা আগাম পাবেন। পাবেন উৎসব ভাতা। বেসরকারি স্কুল শিক্ষকদের ভাগ্যে তা নেই। এ নিয়ে তাদের দুঃখ নেই। তারা জানতে চেয়েছেন জানুয়ারি মাসের বেতনের সরকারি দেয় অংশ কবে পাবেন। নিয়ম মতো তো ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে পাওয়ার কথা। অর্থাৎ এ বছর ঈদের আগে। আর তা পেলে তারা ঈদের আনন্দে সাধ্যমত শরিক হতে পারেন।

তারা এর বেশি আর কিছুই চান না। কারণ উৎসব ভাতা, আগাম বেতন পাওয়ার কোন ব্যবস্থা তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই তারা শুধু আবেদন জানিয়েছেন জানুয়ারি মাসের বেতনটা যেন ঈদের পূর্বে দেয়া হয়। তারা কোন বাড়তি সুযোগ সুবিধা চাননি। কোন আবদার নেই সরকারের নিকট। সরকার অনুদানের টাকা পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দেবেন বলে যে ওয়াদা করেছিলেন সেই ওয়াদা রাখার আবেদনটুকু জানিয়েছেন মাত্র।

সরকার কেন যথাসময়ে টাকাটা দেন না, বারবার নির্দিষ্ট ও প্রতিশ্রুত তারিখে বেতন দেয়ার ব্যবস্থা সরকার কেন করে উঠতে পারছেন না তার কোনরূপ ব্যাখ্যা দেয়ার দায়-দায়িত্ব সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতর অনুভব করেন না।

সম্ভবত সরকার শিক্ষকদের দেয় অনুদানকে দয়ার দান হিসাবে গণ্য করেন। নতুবা কি কারণে কোন মাসেই তারা নিয়মিত বেতন পান না। পত্রিকার দফতরে চিঠি আসে। চিঠি ছাপানো হয় সরকারের চোখে পড়বে এই আশায়। সে আশা দুরাশায় পরিণত হয়। সরকার নির্বিকার থাকেন। ভ্রূক্ষেপ করেন না। সরকারের এই উদাসীনতার জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ঈদ নিরানন্দে কাটবে শুধু তাই নয়, তাদের জঠর জ্বালা মিটানোও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে।

সরকার একথা বলতে পারবেন না যে, ১০ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে জানুয়ারির বেতনটাও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ প্রতিবছর ঈদের পূর্বে পবিত্র রমজান মাস শুরু হলে শিক্ষকরা চোখে অন্ধকার দেখেন। সরকারের নিকট আবেদন জানান, ক্ষোভ প্রকাশ করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে না দিলে যথাসময়ে অনুদানের টাকা শিক্ষকদের নিকট পৌঁছানো অসম্ভব কিছু নয়।

সরকারের নিকট আমাদের আরজ, অহেতুক শতসহস্র পরিবারকে নিরানন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে দেবেন না। হাজার হাজার শিক্ষক ও তার পরিবারের সন্তানদের প্রত্যাশা ও চোখে মুখে আনন্দের আলো ঔদাসীন্যের ফুৎকারে নিভিয়ে দেবেন না। দয়া করে শিক্ষকদের জানিয়ে দিন যে, তাদের জানুয়ারি মাসের বেতনের অনুদানের অংশ যা সরকার দিয়ে আসছেন, ঈদের আগেই তা তারা পাবেন। অহেতুক হাজার হাজার শিক্ষকের বিরাগভাজন হওয়া, তাদের দীর্ঘশ্বাসের অভিশাপ বহন করা যুক্তিযুক্ত নয়। তারা তো অগ্রিম বেতন দাবি করছেন না, দাবি করছেন না উৎসব বোনাস-যা সরকারি শিক্ষকরা পেয়ে থাকেন। তারা কোন নতুন দাবি-দাওয়া নিয়েও দর কষাকষি করছেন না।

গত শুক্রবার এই পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে নড়িয়ার (শরীয়তপুর জেলা) একজন শিক্ষকের যথাসময়ে বিশেষ করে, ঈদের পূর্বে বেতন পাওয়ার আবেদন জানিয়ে যে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দুঃখের প্রকাশ আছে। সরকারকে অভিযুক্ত করে মর্মজ্বালা জুড়াবার কোন প্রচেষ্টা নেই। সেখানে সরকার কি একটু তৎপর হতে পারেন না তার আবেদনে সাড়া দিয়ে? এই প্রশ্নই সরকারের নিকট রাখতে চাই।